International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 179-188
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.281

মার্কস ও বিযুক্তিবাদ: সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা

সৌরভ মহান্ত

স্বাধীন গবেষক, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 06.03.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the 1840s, Marxism ignited a novel revolution in the history of human thought. Karl Marx constantly endeavored to view life and the world through a scientific lens; consequently, a clear sense of rationality and realism permeates all his doctrines. However, Marxism is not merely a dogma but a methodology. It is a dynamic social science and a result-oriented philosophy – an ideology that discovers the laws and patterns of development within the material world and human society through scientific methods, proposing social transformation based on those findings. Marxism is a holistic philosophy that seeks realistic answers to all questions regarding life and the world. It aims to understand the progression of human society from a scientific perspective, without relying on supernatural entities, myths, immutable essences, or a collection of idealistic narratives. One of its core tenets or theories is Alienation. Marx's theory of alienation emerged from a specific historical and theoretical context. Looking back at history, we find that the epicenter of this issue was primarily the Industrial Revolution and the exploitation of the masses – ranging from common peasants to the working class – under the capitalist system. Generally speaking, alienation refers to the state of being disconnected or estranged from an individual or a specific group.

Keywords: Marxism, Alienation, Scientific Perspective, Capitalism, Industrial Revolution, Historical Materialism.

ভূমিকা:

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় মার্কসবাদ। এর আলোচ্য বিষয় খুবই বিস্তৃত। বর্তমানে দর্শনে আলোচ্য বিষয় পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তক ধ্যানধারণার প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তবে তার মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য মতবাদ বিযুক্তি তত্ত্ব। আমি আমার প্রবন্ধে বিযুক্তিবাদের উৎস থেকে শুরু করে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় তার প্রভাব কেমন তা বিস্তারিত আলোচনা করব। বহু পূর্বে আলোচিত সেই মার্কসীয় বিযুক্তিবাদের ভয়াবহতা বর্তমান সমাজের প্রতিটি স্তরেই তার ভয়াবহতার ছাপ এখনো লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতকের আলোচিত সেই মতবাদের প্রভাব একবিংশ শতাব্দীর বুকেও বিদ্যমান। আমি আমার প্রকল্পে বিযুক্তি বাদের হাত থেকে কিভাবে নিস্তার পাওয়া সম্ভব বা তা আদৌ কি পরিহার্য সে নিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব মত তুলে ধরবো।

তাই আমি আমার প্রবন্ধের নামকরণ করেছি "মার্কস ও বিযুক্তিবাদ"এবং সমগ্র আলোচনাটিকে আমি দুটি অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছি সেগুলি হল:

প্রথম অধ্যায় এ মার্কসবাদী দর্শন কাকে বলে এবং মার্কসবাদী দর্শনের উৎপত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করব।

দ্বিতীয় অধ্যায় এ মার্কসীয় বিযুক্তিতত্ত্বের সবিস্তার ব্যাখ্যা করব এবং মার্কস সমাজে যত রকমের বিযুক্তিবাদের কথা তুলে ধরেছেন তার বিস্তারিত আলোচনা করব।

মার্কসবাদী দর্শনের প্রাথমিক পরিচয়:

ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে মার্কসবাদীর উৎপত্তি হয় মানুষের চিন্তার ইতিহাসে এক অভিনব পদ্ধতি হিসেবে মার্কসবাদ এর জন্ম। জীবন ও জগতকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে দেখতে তিনি সর্বদা সচেষ্টা ছিলেন। তার সমস্ত মতবাদের মধ্যেই যুক্তিযুক্ততা ও বাস্তবিকতার এক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ৫ই মার্চ কাল হাইনরিখ মার্কস রাইনল্যান্ডের ক্যাথলিক শহর নামে খ্যাত ত্রিয়ের শহরে এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কাল মার্কস নিজে মার্কসবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন নি ।মাক্সের বন্ধু তথা সহকর্মী ফেডেরিখ এঙ্গলস্।মাকর্সের মৃত্যুর পর প্রথম 'মার্কসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তী সময়ে ভলাদিমির ইলিচ লেনিন মার্কসবাদের ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার শুরু করেন। আক্ষরিক অর্থে 'বিযুক্তি' শব্দটির অর্থ হল কোন কিছু থেকে কোন কিছুর বিচ্ছিন্ন হওয়া বা যোগাযোগ চিহ্ন হওয়া। বিযুক্তি শব্দটি সাহিত্যে বিশেষত কাব্যে, শিল্পকলায় যেমন অঙ্কনে এছাড়াও পাশ্চাত্য ধ্রুপদী গানে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

মার্কস প্রবর্তিত বিযুক্তিবাদের একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিদ্যমান ছিল।ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই এই সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রধানত শিল্প বিপ্লব এবং পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার শোষিত সাধারণ কৃষক থেকে শুরু করে সমাজের শ্রমিক শ্রেণী। আর সাধারণভাবে বিযুক্তি বলতে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের সঙ্গে সংযোগ বা যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতাকে বোঝায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন অত্যাধিক হারে প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছিল,তেমনি তার ফলে পুঁজি সমস্ত সমাজব্যবস্থাকে পরিচালনার এক শক্তিরূপে কাজ করেছিল। আর এই পুঁজির কারণেই ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ স্পৃহা থেকে দেখা দিলে বিচ্ছিন্নতা ।কারণ সমাজ পুরোপুরি পুঁজি নির্ভর হয়ে উঠেছিল। যার ফলে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির বিপরীতমুখী হয়ে পড়েছিল, যা মার্কসের কাছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাধি হিসেবে গণ্য হয়েছিল।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কস তাঁর চিন্তাভাবনা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো গ্রন্থে ১৮৪৮ সালে লিপিবদ্ধ করেন। তবে মাকর্স প্রাথমিকভাবে বৈপ্লবিক পলেতেরিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনৈতিক অর্থনীতিকে সমালোচনা করেছিলেন। এবং একই সঙ্গে বস্তুবাদী চিন্তা সম্পর্কে নিজস্ব অবস্থানে উপনীত হয়েছিল। মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি রচনার প্রতিনিধি ছিলেন প্রধানত জার্মান ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তারা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কান্ট,নিকটে,হেগেল। যান্ত্রিক বস্তুবাদী দর্শন যেমন দ্বন্দ্বতত্ত্বের বস্তুবাদী চরিত্রটি বিকাশলাভে সহায়তা করেছিলেন। এই ভাববাদী দার্শনিকের অবদান মাক্সীয় দর্শনের দ্বান্দ্বিক চরিত্র রূপায়নে সাহায্য করেছিলো। কান্ট তাঁর মতবাদে বলেন মানুষ তার যুক্তিজ্ঞান প্রয়োগ করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগত সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। কান্টের চিন্তা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পক্ষে দুটো দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত: যুক্তিবিজ্ঞানের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব, কান্টের এই বক্তব্য ছিল বস্তুজগত সম্পর্কে মধ্যযুগের এক ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মত।

দ্বিতীয়ত: তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞানের সীমানাকে আবদ্ধ না রেখে, তিনি বলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত কখনো চূড়ান্ত নয় ।কারণ জগতের প্রকৃত পরিধি অসীম ও অনন্ত। আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ আপাত জ্ঞানের সন্ধান দেয়,তাই সেই জ্ঞান কখনো চূড়ান্ত নয়। আর কান্ট একজন ভাববাদী দার্শনিক ,সে কারণে তিনি

আপাত জ্ঞান ও প্রকৃত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত থেকে ভিন্ন অতীন্দ্রিয় জগতের কল্পনা করেছেন তিনি।

ফিকটে বলেন, ব্যক্তি তার নিজস্ব সত্তাকে এবং পারিপার্শ্বিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে তোলে। এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ তার নিজের ক্ষমতা ও স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়। এবং সে এক সচেতন ব্যক্তি হিসেবে যে কোন কাজে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হন। ফিকটের এই বক্তব্য অত্যাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ-

প্রথমত: দ্বান্দ্বিক সংঘাতে প্রশ্নটির কথা তুলে ধরে তিনি মানুষের ইতিহাস রচনার পিছনে দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভূমিকা তা তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়ত: দ্বন্দ্বতত্ত্বকে প্রয়োগ করে ফিকটে মানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে আরো প্রাধান্য দিয়েছে।

এছাড়াও ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন হেগেলে দর্শনে যে দিক একটি স্মরণীয় তা হল-

প্রথমত: হেগেল প্রথম দ্বন্দ্বতত্ত্বের একটি সুসম্পন্ন ও সুষ্ঠ রূপ তুলে ধরেন। তিনি বলেন ,বিশ্বজগতের কোন কিছু নিশ্চল নয়। বস্তুজগত ও ভাবজগতের সমস্ত সত্তা এবং ধারণা এক অতীন্দ্রিয় পরম আত্মার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।এই আত্মা প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে এবং পুরনো বিষয়কে অতিক্রম করে। তাই আত্মা এক বিরামহীন সৃষ্টি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জগতের একের পর এক সৃষ্টির সম্ভার ঘটে চলে, তাই জগতের সমস্ত কিছু চলমান ও পরিবর্তনশীল।

দ্বিতীয়ত: এই দ্বন্দ্বতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মার সৃষ্টিক্ষমতাকে চূড়ান্ত বলে মনে করেন এবং জগতের কোন কিছুই আত্মার অজানা বা অবোধ্য নয়, এ বিষয়ে তিনি আশাবাদী। এছাড়া ভাববাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন হেগেলের দর্শন ছিল জগতকে পরিবর্তন করার এক অবিরাম পদ্ধতি। দর্শনের এই গতিশীলতা ও দ্বান্দ্বিকতার প্রেক্ষাপট দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে পরিচিত।

মার্কসীয় দর্শনের উল্লেখযোগ্য প্রবর্তক হলেন প্রতিনিধি। হেগেলীয় দর্শনের ভাববাদী চিন্তাভাবনার প্রথম সমালোচনা করেন ফয়েরবাখ্। তিনি একাধিক রচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ,আত্মা এই জাতীয় কোন বিমূর্ত সত্তাকে স্বতোঃপ্রমাণিত বিষয় হিসেবে ধরে নিলে আমাদের বাস্তবমুখী জীবন দর্শন কখনো রচনা করা সম্ভব হবে না। তাই ফয়েরবাখ্ বলেন, মানুষ যখন তার পারিপার্শ্বিক চাপের প্রভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও অসহায় বলে মনে করে, তখন সেই উপলব্ধি থেকে জন্ম হয় এই আধিবিদ্যক ধারণার। আর মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বোধের যে ধারণা জন্ম হয় এই ভয় থেকে।ফয়েরবাখ্ বলেন ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসকে সৃষ্টি করে যে পরিস্থিতি তাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হলেই তাতেই মানুষের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব। তাই তার বিখ্যাত উক্তি হল- ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে না, মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত: ফায়ারবাখ্ বিযুক্তিতার উচ্ছেদ করেছেন ব্যক্তি ও পরিবেশের একাত্মকরণের মাধ্যমে, অর্থাৎ তাঁর র মতে, উভয়ের এই সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি তার পূর্ণ সত্তাকে ফিরে পায় এবং এখানেই বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনা হলো হেগেল ও ফয়েরবাখের বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি তরুণ মাকর্স কে প্রভাবিত করেছিল। মার্ক তার Theses on Feuerbach, The German Ideology প্রভৃতি রচনায় ফয়েরবাখের দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করেন। ফয়েরবাখ্ প্রসঙ্গে মার্কসের সমালোচনার প্রধানত দুটো দিক থেকে। যথা-

প্রথমত: বস্তুবাদী হয়েও বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন বিশ্লেষণে ফয়েরবাখ্ কোন সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কথা বলেননি।

দ্বিতীয়ত: ফয়েরবাখ্ হেগেলীয় ভাববাদকে খন্ডন করতে গিয়ে তার দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল কথা গতিশীলতা, তার চিন্তা ভাবনায় তা উপস্থিত ছিল না ।তাই ফায়ারবাখ্ ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে বিযুক্তিতার পরিবর্তন করার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উপেক্ষিত।

এছাড়াও এতিয়েন ক্যাবের মতো ফরাসি কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের সাম্যবাদের তত্ত্বের দ্বারা মার্কস-এঞ্জেলস যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। যদিও শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে তারা যথাযথ মূল্যায়ন না থাকায় এর সমালোচনা করেন।

মার্কসীয় বিযুক্তিতত্ত:

১৮৪৪ সালে মার্কস তাঁর Economic and Philosophical Manuscripts গ্রন্থে বিযুক্তিবাদী মতবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মার্কসের জীবনকালে অপ্রকাশিত এই পান্ডুলিপিটি 'প্যারিস পান্ডুলিপি' নামে পরিচিত। বিতর্ক থাকলেও এ প্রসঙ্গে অ্যাডাম শ্যাফ্ যে পদ্ধতি উত্থাপন করেছিল তা উল্লেখযোগ্য।

অ্যাডাম শ্যাফ্ দেখিয়েছিলেন যে মার্কস প্রথম দিকের রচনায় বিযুক্তিতাকে ধর্মীয় দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। দ্বিতীয় স্তরে, বিযুক্তিবাদকে মতাদর্শগত ও দার্শনিক স্তরে আলোচনা করেছিলেন। তৃতীয় স্তরে, মার্কসের দৃষ্টিতে বিযুক্তিতা একটা রাজনৈতিক ধারণা। চতুর্থ স্তরে, মার্কস বিযুক্তিতার মূল কারণটিকে অবস্থান করতে দেখেন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির মধ্যে, যার সম্পূর্ণ রূপটি আমরা প্যারিস পান্ডুলিপিতে দেখতে পাই।

মার্কস বিযুক্তি তত্ত্বে বিভিন্নধরনের বিযুক্তি তার কথা তুলে ধরেছেন সেগুলি হল-

(ক) ধর্মীয় দিক থেকে বিযুক্ততা:

সমকালীন বিযুক্তিবাদের অন্যতম প্রতীক ধর্ম ,ধর্মীয় প্রথা ও ঈশ্বরবোধের প্রতি গভীর বিশ্বাস। মাটির লুথার তাঁর প্রোটেস্ট্যান্টবাদের মাধ্যমে ভক্তিবাদের সূচনা করেছিলেন। জার্মানির দীর্ঘদিনের ভাববাদী দর্শনের যে ধ্যান-ধারণা তাকে পুষ্ট ও সংহত করেছিল। শেলিং ও হেগেল প্রভৃতি দার্শনিক যে আত্মা কেন্দ্রিক দর্শন রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।আর ঈশ্বরভাবনার অর্থ, বিযুক্ততার অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে বিযুক্ততার সৃষ্টি করে যে পরিবেশ, তার কাছে আত্মসমর্পণ করা। তিনি তাঁর Lecture on the Essence of Religion এ বলেন মানুষই মানুষের একমাত্র উপাস্য দেবতা, অন্যায় ,অবিচার ও নিরাপত্তার অভাব যে নৈরাশ্যমূলক বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়, তার নিরসন হবে সর্বশক্তিমান কোন বিমূর্ত সত্ত্বার কাছে আত্মসমর্পণ করে নয় বা কোন স্বর্গলোকের কল্পনা করে নয়, মর্তলোককে স্বর্গলোকে রূপান্তরিত করেই বিচ্ছিন্নতার পান্ডুলিপিতে দেখতে পাই।।আর ফয়েরবাখের প্রত্যয়সিদ্ধ, ধর্মবিরোধী, ঈশ্বরবিরোধী চিন্তার অন্যতম প্রতীক ছিলেন তরুণ মার্কস। মার্কসের একেবারে প্রথম পর্বের রচনায় ধর্ম ও ঈশ্বরবোধ যে বিযুক্ততার বহিঃপ্রকাশ, তারা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধর্ম ও ঈশ্বরবোধ মানুষের অসহায়তা ও নৈরাশ্যবোধ থেকে উৎপন্ন হলেও মানুষই যে ঈশ্বর বোধের শিকার হয়ে দাঁড়ায় তা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৮৪১ সালে মার্কসের গবেষণামূলক প্রবন্ধে। সেখানে তিনি স্বর্গের ও মর্তের সব দেবতাকে ঘৃণ্য বলে গণ্য করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মার্কসের নিরীশ্বরবাদী ধ্যান-ধারণা জাগ্রত হয়েছিল। কারণ নিরীশ্বরবাদই ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে তার স্বমহীমা, তার পূর্ণ আত্মমর্যাদায় ভূষিত করেন। শুধুমাত্র তরুণ মার্কসই নয়, তরুণ এঞ্জেলসও এই নিরীশ্বরবাদী ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

(খ) দার্শনিক ও মতাদর্শগত বিযুক্ততা:

ধর্ম ও ঈশ্বর ভাবনা যে বিচ্ছিন্নতাবোধের বহিঃপ্রকাশ, সেই বোধকে সুদৃঢ় করে ও বাঁচিয়ে রাখে জীবনমুখী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন মতাদর্শ ও দার্শনিক ভাবধারা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কস এঞ্জেলেসের দৃষ্টিতে জার্মান

ভাববাদী দর্শন ছিল সমকালীন জার্মানির বাস্তব পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীদের আত্মিক বিচ্ছিন্নতার বহিঃপ্রকাশ। এই বোধ জন্ম দিয়েছিল বিমূর্ত ভাববাদের, যা বাস্তবে ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিযুক্ততার অবসান ঘটাতে পারে না। তার ফলে ভাববাদী দর্শন গড়ে ওঠে কতগুলি নৈব্যক্তিক ধারণাকে কেন্দ্র করে, যে ধারণাগুলির উপরে ভিত্তি করে ইতিহাসের গতিপথের পরিবর্তন ঘটানো যায় না, কারণ অচিরেই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ধারণাগুলি ব্যক্তির আত্মিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। তাই তরুণ মার্কস প্রথম পর্বে রচনা দ্বারা আমরা পাই হেগেলীয় দর্শনের ভাববাদী চিন্তার বিরুদ্ধে সমালোচনা । এছাড়াও মার্কস বলেন শ্রমিকের মুক্তি ছাড়া দর্শনকে বাস্তবমুখী করা যাবে না এবং বাস্তবমুখী দর্শনকে সৃষ্টি না করলে শ্রমিকের মুক্তিকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তরুণ মার্কস একদিকে যেমন ছিলেন ভাববাদী দর্শনের সমালোচক, তেমনই বিযুক্ততার অবসান ঘটাতে পারে এমন এক বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক।

(গ) রাজনৈতিক বিযুক্ততা:

দর্শনের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারা শেষ পর্যন্ত জনবিরোধী, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মতাদর্শকে যথার্থ বলে গ্রহণ করে তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। প্লেটোর ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিতে রচিত রিপাবলিক এ দেখা যায় দাস ব্যবস্থার প্রতি তার সমর্থন । হেগেলের দর্শন একই রকম ভাবে তৎকালীন রাশিয়ার রাজতন্ত্রের প্রতি একনিষ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল। কারণ তার মতে আত্মা(sprit) এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধার ছিল প্রাশিয়ার জাতীয়তাবাদী রাজতন্ত্র। এক কথায় ভাববাদী দর্শন যে বিযুক্ততা বোধ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল, সেই বোধেরই আরেক প্রকাশ জীবন থেকে বিযুক্ততার জীবনবিরোধী রাজনীতি। মার্কস দেখালেন পুঁজিবাদী সমাজে রাজনৈতিক বিযুক্ততা এক জটিল আকার ধারণ করে।মার্কসের দৃষ্টিতে এই বিযুক্ততার মূল সার নিহিত আছে পুঁজিবাদী সমাজের দ্বান্দ্বিক চরিত্রের মধ্যে ।সেই সমাজে ব্যক্তির দুটি রূপ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত: পুঁজিবাদ যে সমাজব্যবস্থাকে সৃষ্টি করে, হেগেল যাকে বলেছেন সিভিল সোসাইটি, তার সদস্যরূপে ব্যক্তির একটি একান্ত নিজস্ব শর্ত আছে। অর্থাৎ সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তি এখানে স্বাধীন। তার ধর্ম, সংস্কৃতি, মূল্যবোধের বিকাশের ক্ষেত্রে সে স্বাধীন সে অনিয়ন্ত্রিত ।

দ্বিতীয় রূপটি হলো: রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে ব্যক্তি রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ,পরিচালিত। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টি করে তার কেন্দ্রবিন্দু যে রাষ্ট্রশক্তি ও তার লৌহতুল্য পরিচালনা ব্যবস্থা, তাকে উপেক্ষা করে পুরোসমাজের সদস্য পুরোব্যক্তির স্বাধীনতা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। মার্কস রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার দুটো কারণ তুলে ধরেন।যথা: প্রথমত: রাষ্ট্রশক্তিকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা পরিচালনা করে, তার বিরুদ্ধে ব্যাক্তি সম্পূর্ণ অসহায়, কারণ রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলাজনিত অমোঘ নির্দেশ ব্যক্তির পক্ষে অলংঘনীয়।

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রব্যবস্থা যাঁরা পরিচালনা করেন, পুঁজিবাদী সমাজে তারা যেহেতু পুঁজিবাদের প্রতিনিধি, সেহেতু সমাজজীবন ও জনজীবন থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন ও ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন ও উভয়ের সম্পর্ক হয় একান্তভাবেই বৈরদ্বন্দ্বমূলক। মার্কসের আলোচনায় দেখা যায়, আমলাতন্ত্রই সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে ও তারই ফলশ্রুতি হলো রাষ্ট্রব্যবস্থা। এছাড়া মার্কস দেখান কিছু সংখ্যক সংখ্যালঘু ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থকে রক্ষা করতেই প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রশক্তির, স্বাভাবিক কারণেই যা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের বিরোধী ও জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে উদ্ভূত ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের বিচ্ছিন্নতারই অভিব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে "প্যারিস পান্ডুলিপিতে" সমাজে ব্যক্তির বিযুক্ততার মূল কারণ যে অর্থনৈতিক জীবনের বিযুক্ততা, সেই প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করতে মাকর্স সচেষ্ট হয়েছিলেন। মার্কসের বিবেচনায় বিযুক্ততার প্রকৃত সমাধান হতে পারে রাজনৈতিক উপায় অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্ছেদ ও ধ্বংস সাধন করে। কারণ

রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন ছাড়া পুঁজিবাদের কাঠামোকে কখনো বদল ঘটানো এবং অর্থনৈতিক স্তরে বিচ্ছিন্নতার ছেদ ঘটানো সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় চল্লিশের দশকের সময় থেকে শুরু করে মার্কসের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্ছেদের প্রশ্নটি সবথেকে গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। এবং এই প্রশ্নেই এঙ্গলস্ ও মার্কসের মতামত ছিল ভিন্ন। এঙ্গলস্ ছিলেন মার্কস এর এই মতবাদের ধারক ও বাহক।

(ঘ) অর্থনৈতিক বিযুক্ততা:

মার্কস ১৮৮৪৪ সালে রচিত "প্যারিস পান্ডুলিপিতে" র একাধিক প্রবন্ধে সমাজজীবনে ব্যক্তির বিযুক্ততার অর্থনৈতিক কারণ গুলিকে অনুসন্ধান করেন। "প্যারিস পান্ডুলিপিতে" মার্কসের এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিযুক্ততার তিনটি কারণ কে চিহ্নিত করা হয়।

প্রথমত: মার্কসের আলোচনার সূএপাত হয়েছিল ব্যক্তির শ্রম, যে শ্রমের পূর্ণ অধিকারী ব্যক্তি স্বয়ং। মার্কস দেখিয়েছিলেন মানব সমাজের অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি,যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে অজান্তে প্রয়োজন দেখা দিল শ্রম বিভাজনের এবং যেহেতু শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়া কখনোই প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সমান ভাবে উপযুক্ত হতে পারেনা, সেহেতু শ্রমবিভাজন জন্ম দেয় এক অসাম্য ও বৈষম্যের। যদিও শ্রম বিভাজন প্রয়োজন হয়েছিল সামাজিক উৎপাদনের স্বার্থে, এই ঘটনার পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে সমাজের কিছু সংখ্যক স্বার্থসন্ধানী ব্যক্তি তারা শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করত। দ্বিতীয়ত: শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়া জন্ম দিল সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার, কারণ, কিছু সংখ্যক স্বার্থ অনুসন্ধানী ব্যক্তি উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে গোটা সমাজব্যবস্থার উপরে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে চাইলো এবং সেটি সম্ভব করার একমাত্র উপায় ছিল উৎপাদিত বস্তুর পরে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে সেটিকে সামাজিক সম্পত্তিরূপে অস্বীকার করা। শ্রমবিভাজনের আগে সমাজে উৎপাদন ও ভোগ ছিল যৌথ, সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কিছু ছিল না। ঐতিহাসিক কারণে শ্রমবিভাজনের জন্মের সূত্র ধরেই সৃষ্ট হয়েছিল সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা।

তৃতীয়ত: ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভবের ফলেই সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যের সূচনা ঘটে গেল। উৎপাদন ব্যবস্থাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারাই সমাজের শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ যারা প্রকৃত অর্থে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত সেই শ্রমজীবী মানুষদের শ্রম ও শ্রমপ্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালকগোষ্ঠী ও তারই ফলে সৃষ্ট হয় বৈষম্য। এর পরিণতিতে শ্রমিকের সঙ্গে তার সৃষ্ট বস্তুর ও নিজস্ব শ্রমপ্রক্রিয়ায় এক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। কারণ উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমজীবী ব্যক্তির প্রধান ভূমিকা থাকলেও তার উৎপাদিত দ্রব্যকে আত্মসাৎ করে মালিকপক্ষ সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে মুদ্রার আবির্ভাব ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বিচ্ছিন্নতাকে স্থায়িত্ব দিয়েছে।

মার্কর্স পুঁজিবাদী সমাজে পোলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার দুটি প্রধান কারণ এর কথা তুলে ধরেছেন।

প্রথমত: পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা শ্রম সমাজের বা শ্রমিকের কারো স্বার্থে নিয়োজিত হয় না তা একমাত্র পুঁজিপতিদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। এবং যারা শ্রমপ্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে ও এরই ফলে জন্ম নেয় প্রলেতারিয়েতের বিযুক্ততাবোধ।

দ্বিতীয়ত: শ্রমিকের মালিক যেহেতু পুঁজিপতি, সেহেতু তার শ্রমপ্রক্রিয়ায় শ্রমিক সম্পূর্ণভাবে মালিকের আজ্ঞাবহ দাস। অর্থাৎ উৎপাদিত বস্তু ও শ্রমপ্রক্রিয়া থেকে নিজেকে সবসময় বিচ্ছিন্ন বোধ করে। "প্যারিস পান্ডুলিপিতে" এই বিযুক্ততা কে বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কর্স লিখেছেন যে, শ্রমিকের সঙ্গে তার উৎপাদিত বস্তু একটি বৈর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রমিক যত বেশি পরিমাণে উৎপাদন ব্যবস্থায় তার শ্রমকে নিয়োজিত করে করে, ততই

উৎপাদিত বস্তুর সঙ্গে তার বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা ততো তীব্র আকার ধারণ করে এবং এর পরিণতি নিজেরই ক্ষতি ডেকে আনে।

মার্কস তাঁর "প্যারিস পান্ডুলিপিতে" পুঁজিবাদী সমাজে পোলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার বিযুক্ততার চারটি রুপের বিশ্লেষণ করেছেন: ক. উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শ্রমিকের বিযুক্ততা (alienation from the process of product), খ. উৎপাদিত দ্রব্য থেকে বিযুক্ততা (alienation from the product), গ. অপর ব্যক্তি তথা সহশ্রমিক থেকে বিযুক্ততা (alienation from the other), এবং ঘ. আত্মস্বরূপ থেকে বিযুক্ততা (alienation from own self or species nature।

(ক) উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শ্রমিকের বিযুক্ততা (alienation from the process of product):

ব্যক্তি তার শ্রমক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হয় প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে। প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদনের কাছে ব্যবহার করার তাগিদেই ব্যক্তি প্রকৃতির সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংযুক্ত হয়। আর সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিমানুষ শ্রমিক রূপে কাজ করে ব্যক্তির পক্ষে তার শ্রমপ্রক্রিয়াটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই শ্রমপ্রক্রিয়ায় তাকে মানুষ হিসেবে ও তার নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এখানেই মানুষের সঙ্গে জীব জগতে অন্যান্য প্রাণীর মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । মানুষই একমাত্র প্রাণী যে শ্রমপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে পাওয়া বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়ে উৎপাদনব্যবস্থা সৃষ্টি করে তার নিজের ইতিহাস রচনা করে। মার্কস এর বিশ্লেষণে বলা যায়, তিনি ব্যক্তির শ্রমপ্রক্রিয়াকে ব্যক্তির সৃষ্টিশীল ক্ষমতার সঙ্গে তিনটি বিশেষ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন।

এক, শ্রমপ্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ব্যক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে এক একাত্মবোধ সৃষ্টি হয়। দুই, শ্রমপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে ব্যক্তি তার শ্রমের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হয়। তিন, এই প্রক্রিয়ার ফলে শ্রমের প্রকৃত ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার কারণটি হল, এই সমাজ শ্রমপ্রক্রিয়ার পুঁজি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির অপার সম্ভাবনা ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার কোন সুযোগ পায় না ।তাই নূন্যতম স্তর এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এভাবে সে বাধ্য হয় ।এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে যথার্থভাবে জুড়তে পারে না, তাই তার বিযুক্তি বোধ হয়।

(খ)উৎপাদিত দ্রব্য থেকে বিযুক্ততা (alienation from the product):

স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় ব্যাক্তি তার সৃষ্ট বস্তুর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে যেহেতু শ্রমিক পুঁজিপতির দ্বারা পরিচালিত, সেহেতু সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রমিকের কোন ক্ষমতা বজায় থাকে না, শ্রমিক বাধ্য হয়ে মালিকের স্বার্থে, বাজারের ও মুনাফার প্রয়োজনে উৎপাদন করতে করতে বাজারী এক পণ্যে পরিণত হয়। আর ক্রমে ক্রমে সে যে পুঁজির পাহাড় তৈরি করে তা শেষমেষ তার বিরুদ্ধে যায়। এর থেকেই শ্রমিকের সঙ্গে তার সৃষ্ট বস্তুর বিযুক্ততা লক্ষ্য করা যায়। তার অর্থ হলো স্রষ্টা যত বেশি পরিমাণে উৎপাদন করে, তত বেশি পরিমাণে সে তার সৃষ্ট বস্তুকে হারায়। ব্যাক্তির সঙ্গে তার সৃষ্টবস্তুর বিযুক্ততাকে কেন্দ্র করে দুটি বিষয় উঠে আসে- এক, স্রষ্টার (শ্রমিক) কাছে তার সৃষ্ট বস্তু অজানা, অচেনা বলে মনে হয়। এটা তার নিজস্ব শ্রমপ্রক্রিয়ার সৃষ্টি সে ধারণা তা দূর হয়ে যায়। দুই, আগেই সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টা নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে বাজারী পণ্যে পরিণত হয় ও সে নিজেই স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসেবে পরিচিত হয়। এর ফলেই শ্রমিক তার উৎপাদিত পণ্য দ্রব্য থেকে বিযুক্ততা অনুভব করে।

(গ) অপর ব্যক্তি তথা সহশ্রমিক থেকে বিযুক্ততা (alienation from the other):

যেহেতু শ্রমপ্রক্রিয়া ও শ্রম সৃষ্ট বস্তু উভয় থেকেই ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন। আর যেহেতু বিচ্ছিন্নতার মূলে থাকে একটি নিয়ন্ত্রণ শক্তি অর্থাৎ পুঁজিপতিরূপী অপর এক ব্যক্তি, সেহেতু পুঁজিপতির সঙ্গে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতার অর্থ কার্যত শ্রমিকরূপী এক ব্যক্তির সঙ্গে পুঁজিপতিরূপী অপর এক ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা । এছাড়াও যে পুঁজিকে সে তিল তিল করে তৈরি করে চলেছে তাই পুঁজিপতির প্রভুত্ব তথা নিয়ন্ত্রণকে আরো শক্তপোক্ত করে তোলে। শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়,কে কত সস্তায় পুঁজিপতিকে শ্রম বিক্রি করতে পারবেন।এ পর্যায়ে প্রত্যেক শ্রমিক অপর শ্রমিককেনিজের অস্তিত্বের পথে বাধা বলে মনে করে। তাই অপরের থেকেও সে বিযুক্ততা অনুভব করে।

(ঘ) আত্মস্বরূপ থেকে বিযুক্ততা (alienation from own self or species nature):

মানুষ হিসেবে ব্যক্তির পরিচয় হলো সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকৃতিরাজ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার শ্রমশক্তিকে তার নিজের ও সমাজের সার্বিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। এক কথায় ব্যক্তি তার সৃষ্টিশীলতার তাগিদে শ্রমক্ষমতার সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ করতে সক্ষম। আর পুঁজির শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ ব্যক্তিশ্রমিক একঘেয়েমি কাজের অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা কাজ করি নিজের ভালো থাকার জন্য, কাজ করে তৃপ্তি পায় সেজন্য। কিন্তু পুঁজিপতি ব্যবস্থায় কাজ এই শ্রম আত্মস্ফুরণের জন্য তো নয়ই, বরং তা বাধ্যশ্রম ।ফলে মনুষ্য প্রজাতির স্বরূপ যা কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ সার্থকতা খোঁজে তার কোন সুযোগ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দেয় না। পুঁজিবাদী সমাজের শ্রমিক যেহেতু পুঁজিপতির আজ্ঞাবহদাস মাত্র ,তাই সে তার সৃষ্টিশীল শ্রমের স্বাধীন পদক্ষেপ থেকে বঞ্চিত ,যার অর্থ সে তার নিজের আত্মিক, মানবিক প্রজাতি সত্তা থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে।

সমাপনী মন্তব্য:

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে যা পাওয়া যায় তা হল, সমাজে শোষক ও শোষিত এই দুই সম্প্রদায় এখনো সমাজে বিদ্যমান আছে। আর পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করে আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কারণ ,পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ পুঁজি সৃষ্টির যন্ত্র হিসেবে বা দাস হিসেবে তাদেরকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তাই মার্কস বলেন, শ্রমিককে শুধুমাত্র পুঁজি উৎপাদক যন্ত্র হিসেবে না দেখে, সমাজের এক কর্ণধার হিসেবে দেখতে হবে। কারণ তারাই সমাজের সম্পদ উৎপাদন করে। এছাড়া পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে পরিহার করে বৈষম্যহীন, শোষণহীন, এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে বৈর উৎপাদক শক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ,সেটি বিলুপ্ত হয়ে অবৈর উৎপাদক সম্পর্ক যার পরিণতিতে গড়ে উঠবে একটা স্থিতিশীল উন্নত মানের সমাজ ব্যবস্থা। তবে মার্কস-এঞ্জেলস এই সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছেন ,সেখানে মানুষ সচেতন ভাবে তার কর্ম সম্বন্ধে অবগত থাকবে। এবং তার দ্বারা সে কিভাবে উপকৃত হতে পারে তার কথাও মাথায় রাখবেন। এছাড়া মার্কস বলেন সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলা। কারণ সাধারণ মানুষ ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে খারাপ সময়ে তাতেই আশ্রয় খুঁজে থাকে। তাই প্রকৃত সত্য বা প্রকৃত বিষয় তাদের সামনে অজানা থেকে যায়। তাই মার্কস বলেন, সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা ও তার দ্বারা সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্বতাকে প্রাধান্য দেওয়ার বিধান দিয়েছেন মার্কস।

তথ্যসূত্র:

1. Guest, David. Lectures on Marxist Philosophy. New Book Centre, 1971.
2. Oizerman, T. I. The Making of the Marxist Philosophy. Progress Publishers, 1981.
3. Schaff, Adam. Marxism and the Human Individual. McGraw-Hill, 1970.
4. Duttagupta, Sobhanlal. Marxist Political Thought. West Bengal State Book Board, 1984.
5. Mészáros, István. Marx's Theory of Alienation. Merlin Press, 1975.
6. Berkeley Public Policy. "Universal Basic Income in Advanced Countries." University of California, Berkeley, n.d. gspp.berkeley.edu/assets/uploads/research/pdf/Hoynes-Rothstein-annurev-economics-080218-030237.pdf. Accessed 15 Oct. 2025.
7. Brill. "Deskilling: Automation and Alienation." Brill, n.d., brill.com/display/book/9789004703940/BP000006.xml. Accessed 16 Oct. 2025.
8. Byron, Chris. "Essence and Alienation: Marx's Theory of Human Nature." PhilArchive, n.d., philarchive.org/archive/BYREAA-2. Accessed 16 Oct. 2025.
9. DigitalCommons@UNO. "The Effects of Community Service on Adolescent Alienation." University of Nebraska Omaha, n.d., digitalcommons.unomaha.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=slcek12. Accessed 16 Oct. 2025.
10. Herbert, Daniel. "Alienation: An Introduction to Marx's Theory (Review)." Marx and Philosophy Review of Books, n.d., marxandphilosophy.org.uk/reviews/7895_alienation-review-by-daniel-herbert/. Accessed 15 Oct. 2025.
11. IEP. "Foucault's Political Thought." Internet Encyclopedia of Philosophy, n.d., iep.utm.edu/fouc-pol/. Accessed 16 Oct. 2025.
12. Musto, Marcello. "Revisiting Marx's on Alienation." Marcello Musto, n.d., marcellomusto.org/revisiting-marxs-on-alienation/. Accessed 15 Oct. 2025.
13. Nonprofit Quarterly. "Worker Co-ops, Radical Municipalism, and Liberatory Economics." Nonprofit Quarterly, n.d., nonprofitquarterly.org/worker-co-ops-radical-municipalism-and-liberatory-economics/. Accessed 16 Oct. 2025.
14. Nonprofit Quarterly. "Unions and Worker Co-ops: Why Economic Justice Requires Collaboration." Nonprofit Quarterly, n.d., nonprofitquarterly.org/unions-and-worker-co-ops-why-economic-justice-requires-collaboration. Accessed 16 Oct. 2025.
15. Oxford Research Encyclopedia of Psychology. "Organizational Dehumanization." Oxford University Press, n.d., https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.902. Accessed 15 Oct. 2025.
16. Psychology Today. "Estranged by Time: Alienation in the Aging Process." Psychology Today, n.d., www.psychologytoday.com/us/blog/disconnection-dynamics/202406/estranged-by-time-alienation-in-the-aging-process. Accessed 15 Oct. 2025.

17. PMC. "Navigating Autonomy: Unraveling the Dual Influence of Job Autonomy on Workplace Well-being in the Gig Economy." National Center for Biotechnology Information, n.d., pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11307207/. Accessed 15 Oct. 2025.
18. PowerCube. "Foucault: Power is Everywhere." PowerCube, n.d., www.powercube.net/other-forms-of-power/foucault-power-is-everywhere/. Accessed 16 Oct. 2025.
19. Quizlet. "Max Weber: Rationality, Capitalism, and Alienation Flash Cards." Quizlet, n.d., quizlet.com/in/540385611/max-weber-rationalitycapitalism-and-alienation-flash-cards/. Accessed 16 Oct. 2025.
20. ResearchGate. "Alienation and the Loss of Authenticity: A Critical Analysis of Social Media's Impact on Social Relationships and Cultural Values through Marxist Theory and Baudrillard's Hyperreality." ResearchGate, n.d., www.researchgate.net/publication/385249129. Accessed 15 Oct. 2025.
21. ResearchGate. "Alienation, Exploitation, and Social Media." ResearchGate, 2015, www.researchgate.net/publication/241642998. Accessed 15 Oct. 2025.
22. ResearchGate. "Alienation and Consumerism Culture Through the Lens of Marxist Theory." ResearchGate, n.d., www.researchgate.net/publication/385133398. Accessed 15 Oct. 2025.
23. ResearchGate. "Alienation: The Critique That Refuses to Disappear." ResearchGate, n.d., www.researchgate.net/publication/281994773. Accessed 15 Oct. 2025.
24. Routledge Encyclopedia of Philosophy. "Alienation." Routledge, n.d., uat-rep.routledge.com/articles/thematic/alienation/v-1/sections/marx. Accessed 14 Oct. 2025.
25. Santiago, Mary. "Understanding Alienation: A Marxian Perspective." Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), vol. 11, no. 3, Mar. 2024.
26. SOME. "How Better Communication Helps in Overcoming Workplace Alienation." SOME Education, n.d., www.some.education/blog/how-better-communication-helps-in-overcoming-workplace-alienation. Accessed 15 Oct. 2025.
27. SPRF. "The Alienation of Gig Workers as a Business Model." Social Policy Research Foundation, n.d., sprf.in/wp-content/uploads/2024/12/gig.pdf. Accessed 15 Oct. 2025.
28. Stanford Encyclopedia of Philosophy. "Critical Theory (Frankfurt School)." Stanford University, n.d., plato.stanford.edu/entries/critical-theory. Accessed 16 Oct. 2025.
29. Taylor & Francis Online. "Employee Ownership and the Mitigation of Work Alienation: A Qualitative Study." Taylor & Francis, n.d., www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.2024.2439258. Accessed 16 Oct. 2025.